R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮২শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১লা মে, ১৯৯৬ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

শিক্ষক নিয়োগে জেলায় দুর্নীতির শীর্ষে ফতুল্লাপুর শশীমণি উচ্চ বিদ্যালয়

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে বলে বিভিন্ন খবর পাওয়া যাচ্ছে। সর্বত্রই নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসছে। ফলে যোগ্য প্রার্থীকে না নিয়ে টাকার মাধ্যমে অযোগ্যকে নির্বাচিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কিন্তু সব ঘটনাকে পিছনে ফেলে সুতী ব্লকের ফতুল্লাপুর শশিমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি এক যোগ্য প্রার্থী প্রাণাশীষ ব্যানার্জীকে পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও অনুপস্থিত দেখিয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। এই নিয়ে ৯৪ সাল থেকে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণাশীষবাবু এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসনকে নড়ে বসতে বাধ্য করেছেন। শোনা যাচ্ছে ভিজিল্যান্স তদন্তের আদেশও দিয়েছেন বর্তমান জেলাশাসক সৌরভ দাস। খবর ১২ ফেব্রুয়ারী '৯৪ প্রাণাশীষ ব্যানার্জী অন্যান্যদের সঙ্গে যথারীতি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপের সহশিক্ষকের পদের জন্য জঙ্গিপুর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে পাঠানো তালিকাভুক্ত ২০ জনের সঙ্গে পরীক্ষা দেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে ফলাফলের জন্য প্রধান শিক্ষক, স্কুল কমিটি, ডি. আই. অফ স্কুলের কাছে আবেদন করেও কোন কিছু জানতে পারেন না। অগত্যা গত ৩/৫/৯৫ তিনি ২২৬ ধারা অনুযায়ী মহামান্য হাই কোর্টের শরণাপন্ন হন। কেস নং ৭২৯৮ (ডাব্লিউ) ১৯৯৫ (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নতুন গণনা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট এলাকার প্রাপ্ত ভোট গোপন থাকবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নির্বাচনোত্তরকালে গ্রামে গ্রামে অশান্তি বন্ধ করতে এ বছর নির্বাচন কমিশনের আদেশে নতুন গণনা পদ্ধতিতে কোন্ রাজনৈতিক দল কোন্ এলাকায় কত ভোট পেলো তা গোপন থাকছে। জঙ্গিপুর মহকুমা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী জানা যায়, এবার পাঁচটি বিধানসভা ও একটি লোকসভার জন্য ভোট গণনা মোট দশটি ঘরে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতেকটি কেন্দ্রের জন্য দুটি করে ঘর 'এ' ও 'বি' চিহ্নিত করে বিধানসভার (সাতটি) ও লোকসভার (সাতটি) ভোট গণনার জন্য প্রত্যেকটি ঘরে মোট চৌদ্দটি টেবিল বসবে। ভোট গণনা শুরু হবে ৮ মে। ২ মে ভোট গ্রহণের পর গণনার আগে পর্যন্ত ব্যালট বাক্সগুলিকে কেন্দ্র ও বুথের নম্বর অনুযায়ী বিশেষ পুলিশী তৎপরতায় রাখা হবে। গণনার দিন ব্যালট বাক্সগুলির সীল খুলে প্রথমে বিধানসভার (গোলাপী) ও লোকসভার (সাদা) ব্যালটগুলিকে পৃথক করা হবে এবং প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে ব্যালট পেপার মিলিয়ে নেওয়া হবে। এরপর পঁচিশটি করে ব্যালট নিয়ে এক একটি বাণ্ডিল তৈরী করা হবে। বাণ্ডিলগুলিকে পৃথক দুটি ড্রামে ফেলে মিশিয়ে দেওয়া হবে এবং এক একটি বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ব্যালট এক সঙ্গে মিশে যাবে। এরপর প্রত্যেকটি টেবিলে চাল্লিশটি করে বাণ্ডিল (মোট এক হাজার ব্যালট পেপার) দেওয়া হবে। টেবিলে প্রত্যেক প্রার্থীর নির্দিষ্ট স্থানে এজেন্টদের সামনে ব্যালটগুলিকে ফেলা হবে এবং প্রথম রাউণ্ডের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্বাচনের মুখে ফঃ ব্লকে ধস নামলো

ধুলিয়ান ঃ সাধারণ নির্বাচনের মুখে স্থানীয় ফঃ ব্লকের সংগঠন গড়ে তোলার প্রধান নেতা ও জেলার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ইউসুফ হোসেন ঐ দলের ৬৮ জন কর্মীকে নিয়ে গত ৩ এপ্রিল সিপিএমে যোগ দিলেন। ফঃ ব্লক অফিসে ঐ দিন সিপিএমের জেলার নেতা তুষার দে, স্থানীয় নেতা চিত্ত সরকারের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউসুফ হোসেনকে সিপিএমের সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য ইউসুফ পূর্বে সিপিএমে ছিলেন এবং ১৯৮০ সালে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে সিপিএম তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে। ১৯৮১ সালে তিনি ফঃ ব্লকে যোগ দিয়ে ধুলিয়ানে ফঃ ব্লককে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন। বর্তমানে ইউসুফ ধুলিয়ান নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সহসভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে ঐ সংস্থার কয়েক লক্ষ টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠলে এক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় বলে খবর। ফঃ ব্লকের জয়ন্ত রায় বলেন তাঁর বিরুদ্ধে এই অর্থ তছরূপ ও স্বজন-পোষণের অভিযোগ প্রমাণিত হতে চলেছে। ১৯৮২ সালে তিনি সিপিএমের তোয়াব আলীর বিরুদ্ধে অরঙ্গাবাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন এবং মাত্র ১১০০ ভোট পান। কিন্তু পরবর্তীতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ফঃ ব্লকের পক্ষে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩টি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেন। ৯৫ সালে সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতায় পৌরসভাতে ১৭ নং ওয়ার্ডে জয়ী হন। ফঃ ব্লক যাই বলুক না কেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের দল ত্যাগে ফঃ ব্লকের প্রভাব এ অঞ্চলে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ ফিনিশিং টাচ ॥

ভারতের লোকসভা ও কিছু রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনে ভোট প্রার্থীদের প্রচারের উত্তাপ এইবার পরিলক্ষিত হইল না। সারাদেশব্যাপী এক নিরুত্তাপ ভাব। মিটিং, মিছিল, পোষ্টার, ব্যানার এই সবের আধিক্য দেখা যাইতেছে না। কেমন যেন 'নমো নমো' করিয়া ভোটপর্ব সারা হইতেছে। ১৯৯৬ সালটি যেন ব্যতিক্রম। ইহার পূর্বে যতবার ভোট হইয়াছে, ততবারই উত্তেজনার বিশাল তাপ সকলে পোহাইয়াছেন। ভোট প্রার্থীরা এবং ভোটদাতা, জনসাধারণ ও ভোট প্রচারক—সকলেই যেন অযুত হস্তীর বল লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। কিন্তু এই বৎসরে দেখা যাইতেছে—অল্ কোয়ায়েট্ অন্ দ্য ভোটিং ফ্রন্টস্।

ইহার কারণ এই নয় যে, ভোটপ্রার্থী এবং তদনুচরেরা বা সমস্ত রাজনৈতিক দলই হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক দলই যথেষ্ট শক্তিধর। তবে 'মরম কি দাহ' এই যে, নির্বাচন কমিশন এই প্রথম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যাহার নাম নির্বাচনের আচরণ-বিধি। ইতিপূর্বে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এমন ক্রিয়াকলাপ চলিত যাহা ভোটের স্পিরিটকে বিনষ্ট করিত।

এই বৎসরের নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোটে দাঁড়াইবার খরচপত্রের উপযুক্ত হিসাব রাখিতে হইতেছে। ফলে ভোট প্রচারে নানা ধরনের চমকধরান মিছিল, মিটিং-এর জৌলুষ চলিয়া গিয়াছে। পোষ্টার, ব্যানার ইত্যাদিতে দেশ ছয়লাপ হইতেছে না। ইচ্ছামত যানবাহন ব্যবহার করার কোনও উপায় আর নাই। ফলতঃ হেলিকপটার হাঁকাইয়া নানাস্থানে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার কাজ ট্রেনে ও মোটরগাড়ীতে সারিতে হইতেছে নিতান্ত বাধ্য হইয়া। বক্তৃতামঞ্চও অতিসাধারণভাবে নির্মিত হইতেছে। ভোটে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, সার্কিট হাউসে বসিয়া ভোটের কাজ চালান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ নির্বাচন কমিশন বন্ধ করিয়াছেন। ভোটের আচরণ-বিধি ভঙ্গ করিবার কিছু কিছু বিষয়ে নির্বাচন কমিশন তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন।

এই রাজ্যে রিগিং, বৈজ্ঞানিক ভোটিং প্রভৃতি, ভীতিপ্রদর্শন, সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল-গঠন—এই সব ক্রিয়াকলাপ কতটুকু বন্ধ করা যাইবে, সে বিষয়ে যদিচ নির্বাচন কমিশন ততখানি নিশ্চিন্ত নন, তবু ভোটের ব্যাপারে একটা জনসচেতনতা নির্বাচন কমিশন আনিয়া দিয়াছেন, ইহা ঠিক। সব রাজনৈতিক দলকেই এক একটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে ভাবিতে হইতেছে।

নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মই এই পরিস্থিতি আনিয়া দিয়াছে। সম্পূর্ণ সাফল্য না আসিলেও কিছুটা ধাক্কা যে নির্বাচন কমিশন দিয়াছেন, তাহা ঠিক এবং ইহার জন্য কমিশন অবশ্যই ধন্যবাদভাজন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কর্মকালে ইহাই যেন 'ফিনিশিং টাচ'।

সাধারণ নির্বাচন ও সাধারণ মানুষ

অনুপ ঘোষাল

সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কতটুকু? ভোট নামক উৎসব বড় বড় মানুষদের ব্যাপার। নির্বাচন কমিশন বড় বড় ফতোয়া জারি করেন, শেষন সাহেব হুঙ্কার ছাড়েন। বড় বড় ম'নুষরা ভোটে দাঁড়ান, বড় বড় খরচ হয়, সেই খরচের হিসাবে হয় বড় বড় জোচ্চুরি, দলগুলি কম্পানির কাছে বড় বড় চাঁদা চান। এবং সদাশয় ব্যবসায়ীগণ মুক্তহস্তে ভোটের খরচ জুগিয়ে বেপরোয়াভাবে দু' তিন গুণ করে বড় বড় লাভ ঘরে তুলতে থাকেন। ভোট মানেই বড় বড় ব্যাপার। এবং এত সব বড় ব্যাপারের পর এবার কী হবে? পর্বতের মূষিক প্রসব। কেন্দ্রে দোদুল্যমান সরকার। খেয়োখেয়ি, আয়ারাম-গয়ারাম, এবং গরু ছাগলের মত সাংসদ কেনাবেচার হাট পরিণাম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মোকা বুঝে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। যদিও গালভরা নাম সাধারণ নির্বাচন, বড় বড় বাবুদের এই ভোট ভোট খেলায় সাধারণ মানুষের কী যায় আসে!

একেবারে যে কিছু যায় আসে না, তাও নয়। থুত্থুরে অসুস্থ মাষ্টারমশাইকে চড়া রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভোটের মাল নিতে হয়, ট্রাকের পিছনে ধুলো খেতে খেতে কাতিল হয়ে পৌঁছে দশ-বিশ ঘন্টা ভোট করতে হয়। যাব না বললে নাকি কোমরে দড়ি। গণতন্ত্রের হদ্দমুদ্দ! কানের পোকা বের করা মাইক, শ্লোগানের অত্যাচার। প্রত্যেক প্রার্থী একবার যখন দরজায় কড়া নাড়েন, ঠোঁটে অমায়িক হাসি লটকে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভোটের কাজিয়ায় প্রার্থীদের নয়, রক্ত ঝরে সাধারণ ম'নুষেরই। যাতায়াতে গাড়িঘোড়া পাওয়া দায়, সব 'ইলেকশান আর্জেন্ট' লেবেল সেঁটে সেক্টর অফিসে লাইন লাগিয়ে রেখেছে। এবং সবচেয়ে যে ব্যাপারটায় বেশী যায় আসে,

পুলিশকে বসুর ধমক—সংবাদের শিরোণাম।

—নির্বাচনী চমক ছাড়া কি?

* *

নন্দিয়াল নির্বাচন কেন্দ্রে পি. ভি.র অবস্থা নাকি আশাব্যঞ্জক নয়?—প্রশ্ন

—অর্থাৎ সেখানে তিনি নন্দিত নন?

* *

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন—কোন কোন পক্ষের দাবী।

—লেট্ দেম্..... ?

* *

অজিত পাঁজা ও সোমেন মিত্রের কেন্দ্রে গিয়ে জ্যোতি বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কথা বলেছেন বলে খবর।

—মমতার প্রতি নির্মমতা!

* *

যুব দলের একদিনের সিরিজে ভারত তিনটি ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছে?

—বুড়োরা যা পারেনি, ছেলেরা তা পারল!

সেটা হল বাজারে গিয়ে জিনিষ ছোঁয়ার ছ্যাঁকা। আলু এক লাফে পাঁচ টাকা, অন্য বছর এই চৈত্র-বৈশাখে দুটাকার বেশী কখনও দেখিনি। ছোলার ডাল এগারো থেকে হঠাৎ পনেরো, মটর ডাল বব বিমানের লম্ফ সহযোগে বারো থেকে বিশ। জিনিষপত্রের দামে এই আগুন ব্যবসায়ীদের দেয়া চাঁদা দ্বিগুণ হয়ে ঘরে ফিরলে নিভবে, নাকি সাধারণ মানুষেরই ছ্যাঁকা খেতে খেতে গা-সওয়া হয়ে যাবে—ঈশ্বরের পিতা জানেন।

গাঁঘরের গরিবগুর্বোরা অনেক দেখেছে। গলার রগ ফাটিয়ে বিস্তর চিল্লিয়েছে মিছিলে—'ইয়ে সরকার বদল ডালো।' অনেক বদল দেখল তারা। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ভোটে দাঁড়াল যখন লিকলিকে শরীর, গাল তোবড়ানো, চোখ বসা—জেনুইন ক্যাডার যাকে বলে। ভোটের পর দুটো বছর যেতে না যেতেই ঘাড়েগর্দানে এক, তেল চুকচুকে শরীর, পোষাকে কড়া মাজা। বাড়ির টালি সরিয়ে ছাদ ঢালাই হচ্ছে, সাইকেল হটিয়ে ইয়ামাহা, তেমন ভাগ্য হলে মারুতির ফিনফিনে হাওয়া। হাওলা, বোকর্স, ট্রেজারি, (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্ব্বাচনী টুকিটাকি

শেষ সংবাদে প্রকাশ বিজেপি এবার সিপিএম-এর ভোটে ভাগ বসিয়ে সাগরদীঘির সাঁওতাল ভোটারের বিরাট একটা অংশের মন জয় করেছে। এর ফলে কংগ্রেসের সাফল্যের দরজা খুলে গিয়েছে। এখন বাজীমাৎ করতে পারলেই হল। ওদিকে খবর জঙ্গিপুর লোকসভার অন্তর্গত নবগ্রাম বিধানসভায় মাত্র সাত দিন আগে প্রচুর অনুগামীসহ সিপিএম প্রার্থীর বোন কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। ফলে ওই কেন্দ্রেও কংগ্রেসের জয় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। ফায়দা তুলতে পারলেই কিস্তি মাৎ। এই প্রসঙ্গে আরো খবর, সুতী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু সিপিএম সদস্য ভোটের মুখে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এই মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা যাচ্ছে ফঃ ব্লক ছায়া ঘোষের বদলা নিতে প্রায় স্থানে কংগ্রেসকে গোপন মদত দিচ্ছে। গত ৩০ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের স্পর্শকাতর এলাকা দত্তামারা ও কাশিয়াডাঙ্গায় সিপিএম ও কংগ্রেসের দুটি মিছিলে সংঘর্ষ বাধে। বোমা ফাটে। ইটের ঘায়ে উভয় দলের বেশ কিছু সমর্থক জখম হয়। পুলিশ কংগ্রেসেরই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। আরও জানা যায় সুতী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জী নির্বাচন কমিশন ও মহকুমা শাসককে লিখিত দরখাস্ত করে জানিয়েছেন রমাকান্তপুর (১২৩নং) বুথে পোলিং অফিসার করা হয়েছে ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা ও ভোটার সুধাংশু দাসকে। তিনি বিগত দুটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। চিত্তবাবু পৃথক আর একটি দরখাস্তে অভিযোগ করেন গাঙ্গিনের ১০২নং বুথ, সেগুর ১৭৭নং, জরুরের ১৬৫/৬৬, ঘোষপুকুর প্রাঃ স্কুলে ১৮০নং, লোকাইপুরে ৩৩নং বুথে সিপিএম থেকে রিগিং চালাবার সব রকম প্রচেষ্টা চলছে।

প্রামাণিক উপাধি থাকায় ও, বি, সি সার্টিফিকেট খারিজ

সাগরদীঘি : এই থানার গ্রামাঞ্চলে স্বর্ণকার ও নাপিতরা প্রামাণিক উপাধি ব্যবহার করে আসছেন বংশানুক্রমে। বর্তমানে এঁরা ও, বি, সি সার্টিফিকেটের আবেদন করলে জঙ্গিপুর এস, ডি, ও অফিস থেকে প্রামাণিক উপাধি থাকায় তা দেওয়া হয়নি বলে খবর।

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা ডিজাইনের কার্ডের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

কার্ড'স ফেয়ার

রঘুনাথগঞ্জ, ফোন—৬৬২২৮

গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধ সেমিনার

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি জঙ্গিপুর পৌরসভা ও বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে স্থানীয় সদরঘাটে গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধের উপর একটি সেমিনার হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ণ বিদ্যার তিনজন বিশিষ্ট অধ্যাপক সম'জ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুমিত করের পরিচালনায় গঙ্গার জল নিয়ে পরীক্ষা করেন। গঙ্গার জলের রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায় জঙ্গিপুরের গঙ্গাজলে কোন দূষণ এখনও পর্যন্ত নেই। তবে দূষণ একেবারে রোধ করতে গেলে গঙ্গায় ট্রাক, বাস ধোয়া, গবাদি পশুর স্নান করা'নো ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ করতে হবে। এ সম্বন্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলায় এই সেমিনারে জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুর কাউন্সেলার গৌতম রুদ্র ও জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ নির্বাচন (২য় পৃষ্ঠার পর)

ওয়াকফ, বেঙ্গল ল্যাম্প—একের পর এক কেলোর কীর্তির কৌশলে ডান-বাম সব নেতার আঙুল ফুলে কলাগাছ।

জননেতাদের হালহকিকৎ দেখে সাধারণ মানুষ এতই ক্লান্ত, সাধারণ ভোটের ওপর কোন আগ্রহই গজাচ্ছে না তাদের। যা হচ্ছে, তা শুধু আতঙ্ক। আবার এল ভোট। ভোটের পর শারিকি সংঘর্ষ শুরু হবে, হেরোদের পাড়াছাড়া করার লড়াই—লাশ পড়বে। জিনিসের দাম আরো বাড়বে। ভোট দিতেই ইচ্ছে করে না। কাকে ভোট দেব, ঠগ বাছতে গাঁ উজার!

যাকে ভোট দিয়ে গতবার জেতানো হল, লম্বা পাঁচ পাঁচটা বছর পর আবার তার চেহারা দেখা গেল। সে চেহারা এমন বদলে গেছে, বিশ্বাস হয় না—যেন সাহেব সুবো এলেন কেউ! আমাদের সেই হোরা এখন পুরো-দস্তুর হরিবাবু। হাত জোর, স্মিত আস্য। আবার পাঁচ বছরের জন্য ভোট চাইতে এসেছেন। এবার পার করে দাও ভায়েরা, যা চাইবে তাই দেব। চাকরি দেব, রাস্তা দেব, বিদ্যুৎ দেব, কল দেব....হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, কালী গায়ের দুধ দেব।

সাধারণ লোক জানে, ভোট ফুরোলেই জিপ হাঁকিয়ে চোখে ধুলো ছিটিয়ে পাঁচটা বছরের জন্য সব পগার পার। কারুর টিকিটি দেখা যাবে না। তবু ভোট দিতে হয়, উপায় কী! ভাল মানুষ খুঁজে ছাপ দেয়া তো নয়, খারাপের মধ্যে কম খারাপ বাছার চেষ্টা। কার ধাপ্পাটা কম, তার সন্ধান। বিকল্প যে নেই কিছু।

বিপ্লব শতবর্ষ দূর। সবাই খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়েছে। ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী, ধান্দাপন্থী, আধা কম্যুনিষ্ট, সিকি কম্যুনিষ্ট, প্রতিবিপ্লবী, অতিবিপ্লবী—সকলেই খোঁয়াড়ে গলাগলি করে কেত্তন করছেন। সকলেরই গায়ে বিশুদ্ধ নামাবলী, গায়ের দগদগে ঘা ঢাকা পড়ে গেছে।

তাই কাদির সেখ আর রঘু মণ্ডল যার সঙ্গেই ভোট নিয়ে কথা বলতে যাই না কেন সবারই একই জবাব, 'ইসব বাবুদের ব্যাপার-স্যাপার, মুদের কী? মুদের মত কাবুদের কষ্ট বেড়িই যাবে। ভোট দিতি হয় দিব, ব্যস!'

শিক্ষক নিয়োগে (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাই কোর্টের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত স্কুল কমিটি তাঁদের নির্বাচনের একটি তালিকা কোর্টে দাখিল করলে হাই কোর্টে কেসের নিষ্পত্তি হয়। ঐ প্যানেলে প্রাণাশীষবাবুর নাম না থাকায় তিনি বিস্মিত হয়ে খোঁজ খবর করে সুতী ১নং ব্লকের ভারপ্রাপ্ত এ, আই এর কাছে জানতে পারেন তাঁকে পরীক্ষায় অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ আদপে তিনি পরীক্ষাই দেননি। প্রাণাশীষবাবু ডি-আই অফ স্কুলস এর কাছে এ ব্যাপারে তদন্ত দাবী করলে গত ২৭/১২/৯৫ ডি আই অফিসে এক শুনানী হয়। শুনানীর দিন সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত হলেও এক্সটারনেল এক্সপার্ট ভগবানগোলা হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষক উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে শুনানীর নিষ্পত্তি হয় কমিটির তরফে। প্রাণাশীষবাবু এই তদন্ত আইন মাফিক না হওয়ার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে ডি-আই, জেলা শাসক, মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এবং উপস্থিত সেদিনের সমস্ত পরীক্ষার্থীর সাক্ষ্য দাবী করেন। এই স্কুলের আরো বহু দুর্নীতিগ্রস্ত নিয়োগের বিরুদ্ধে স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সোচ্চার হওয়ায় বর্তমান ডি-আই তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছেন এবং ভিজিল্যান্স তদন্তেরও ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা যায়। অন্য দিকে খবর স্কুল কর্তৃপক্ষও এই তদন্ত বানচাল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। একজন যোগ্য প্রার্থীকে (শোনা যাচ্ছে যিনি প্রথম হয়েছেন) বাদ দিতে গিয়ে একেবারে অনুপস্থিত দেখানোর নজির বোধ হয় জেলায় এই প্রথম। সেদিনের উপস্থিত অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের সাক্ষী হিসাবে ডেকে পাঠালেই সত্য ঘটনা জানা যাবে। কিন্তু কেন তা করা হচ্ছে না সেটাই রহস্যজনক। প্রাণাশীষবাবুর সঙ্গে অন্যান্য অভিভাবকরাও মনে করেন এ ব্যাপারে ঠিকমত তদন্ত করে ঘটনা সত্য হলে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা হোক। না হলে এ ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্র বন্ধ করা যাবে না।

ফঃ ব্লকে ধস নামলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেকখানি ধাক্কা খাবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপরদিকে পরবর্তীতে জানা যায় দলত্যাগী ৬৮ জনের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই আবার ফঃ ব্লকে ফিরে এসেছেন। গত ১৭ এপ্রিল এঁরা সমেত ফঃ ব্লকের হাজার খানেক কর্মী ও সমর্থক সামসেরগঞ্জ থানা অফিসে হাজির হয়ে অফিসারের কাছে গণডেপুটেশন দেন, ফঃ ব্লকের স্থানীয় অফিস ঘর ইউসুফের কবল মুক্ত করতে। ইউসুফ জানান এটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ফঃ ব্লকের অফিস ঘর নয়। স্থানীয় দীপক তলাপাত্র, রৌশ আলী প্রমুখ ফঃ ব্লক নেতারা বলেন এই ঘর ইউসুফের নয় ফঃ ব্লকের। এবং এই ঘরে এখনও ফঃ ব্লকের খাতাপত্র, ফেস্টুন, পতাকা সবই রয়েছে। সেগুলিও ইউসুফ আটকিয়ে রেখেছেন। নেতারা থানা অফিসারকে এই সব উদ্ধার করে দেবার দাবীও জানান। থানা প্রশাসন দু'দিন সময় নিয়েও কোন ফয়সালা করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ফঃ ব্লক সমর্থকেরা গত ১৯ এপ্রিল আবার থানায় হাজির হয়ে বিক্ষোভ দেখান। থানার পক্ষে তাঁদের জানানো হয় এই রকম দাবীর মীমাংসা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। সেজন্য তারা ফঃ ব্লক নেতাদের আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয়।

এলাকার প্রাপ্ত ভোট গোপন থাকবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

গণনার পর আবার সব ব্যালট রিটার্নিং অফিসারের টেবিলে চেকিং এর জন্য যাবে। সেখানেই প্রত্যেক টেবিলের গণনা চূড়ান্ত হবে। এদিকে স্থানীয় কলেজের কলকাতা থেকে যাতায়াতকারী কিছু অধ্যাপক ভোটের ডিউটি এড়াতে ছুটীর দরখাস্ত দিয়ে বাড়ী চলে যান। পরে থানা থেকে ওয়্যার মারফৎ বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে তাঁদেরকে ভোটের ডিউটিতে নিয়ে আসা হয়।

আমাদের এই সম্পর্ক সেই স্বাধীনতা থেকে

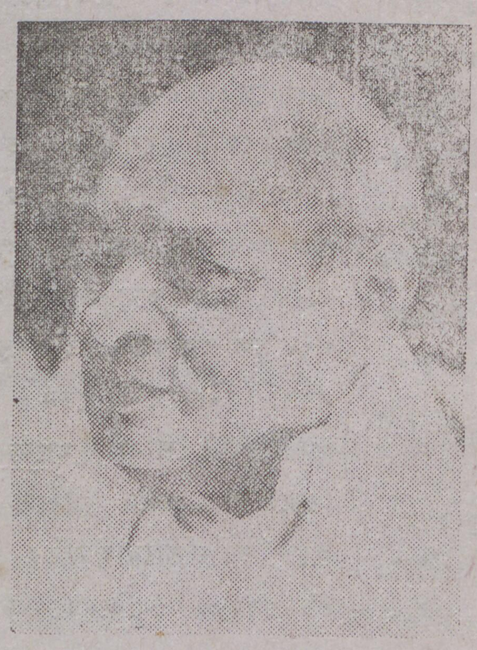

এক পরাধীন জাতির স্বাধীনতার চেতনা ও দাসত্বমুক্তির স্বপ্ন থেকে সুদূর অতীতে জন্ম নিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সেটা ১৮৮৫। তারপর কেটে গেছে একশ এগারটা বছর। কত লড়াই, কত আত্মত্যাগ সে স্বাধীনতার জন্য। মনে পড়ে সেইসব উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলোর কথা? সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাস থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার মরণপণ সংকল্পে উদ্দীপ্ত হয়েছিল সেদিন সারা ভারতবর্ষ। সংগ্রামের সেই কঠিন দিন থেকেই পাশাপাশি রয়েছি আমরা, বিজয়ী হয়েছি। উৎসবে আনন্দে মেতেছি, ভাগ করে নিয়েছি দুঃখ। স্বাধীনতার পর অন্ধকারময় দিন থেকে আলোয় ফিরে নতুন করে দেশগড়ার কাজে আমরা দেশবাসীর পাশে সেদিনও ছিলাম, আজও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। বাইরের শত্রু, ভিতরের বিচ্ছিন্নতাবাদ, দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ—নানা সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে আমাদের। নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের ভারতবর্ষকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে রাখতে কংগ্রেস অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ সম্পর্কের সাক্ষী এই শতাব্দীর ইতিহাস।

কংগ্রেস (ই) কে ভোট দিন

প্রগতির পথে, কংগ্রেসের সাথে

Issued by General Secretary
(Incharge Publicity)
All India Congress Committee (I)
24 Akbar Road, New Delhi.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।